মৃণাল সেন-এর

পুনশ্চ

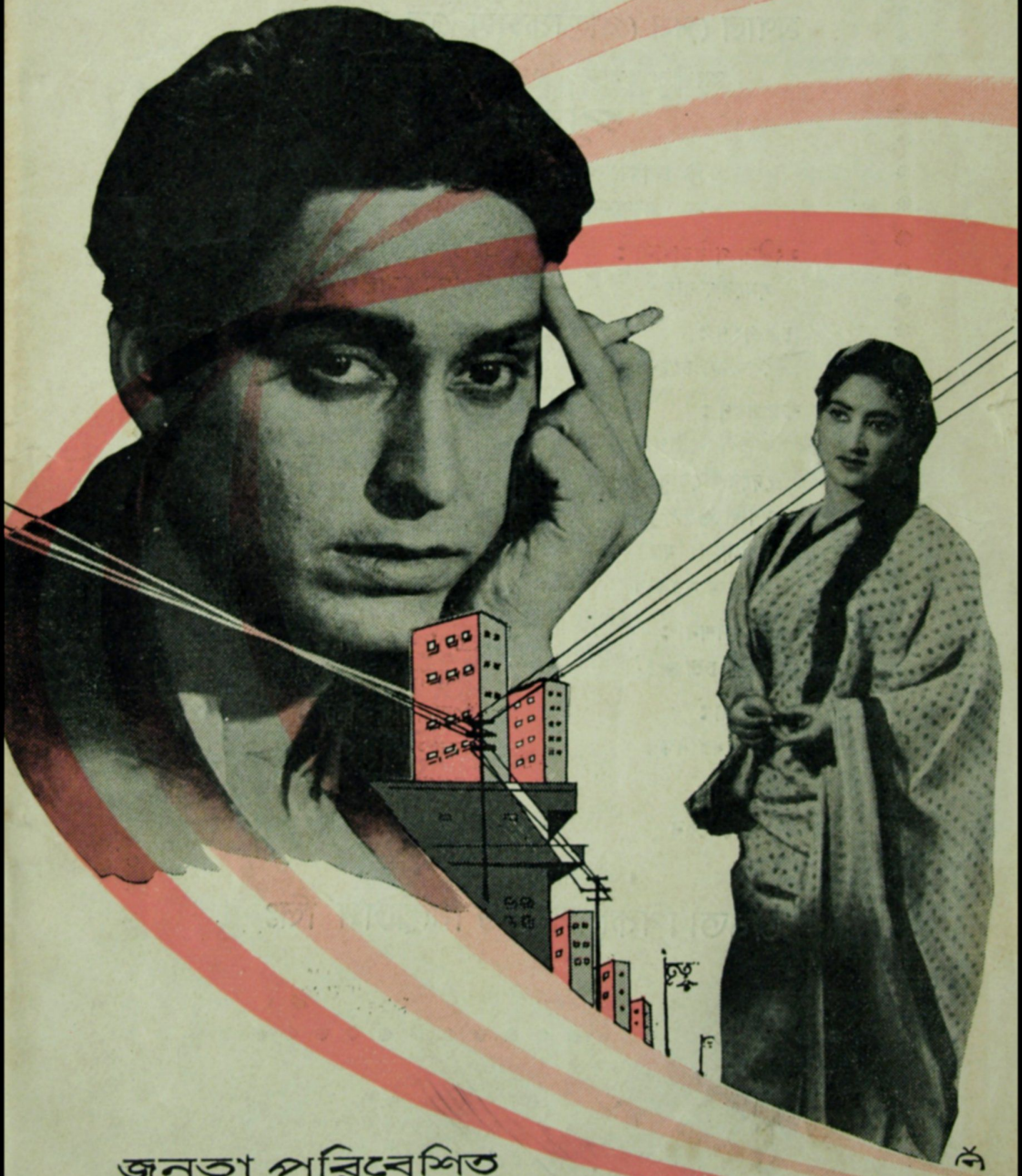

জনতা পরিবেশিত

পুনশ্চ

মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

আশীষ বর্মনের কাহিনী অবলম্বনে

পুনশ্চ

চিত্রনাট্য, পরিচালনা, প্রযোজনা :
মৃণাল সেন

সংগীত পরিচালনা :
সমরেশ রায়

চিত্রগ্রহণ :
শৈলজা চট্টোপাধ্যায়

শব্দগ্রহণ :
অতুল চট্টোপাধ্যায়
দেবেশ ঘোষ
মৃণাল গুহঠাকুরতা
দুর্গাদাস মিত্র
সুজিত সরকার

শিল্পনির্দেশনা :
বংশী চন্দ্রগুপ্ত

সম্পাদনা :
গঙ্গাধর নস্কর

রূপসজ্জা :
শক্তি সেন

প্রচার-পরিকল্পনা :
রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

প্রচার-শিল্পী :
পরিতোষ সেন
নির্মল রায়

প্রধান কর্মসচিব :
পারিজাত বসু

ব্যবস্থাপনা :
অসীম চট্টোপাধ্যায়

স্থির-চিত্র :
ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী

আলোক নিয়ন্ত্রণ :
প্রভাস ভট্টাচার্য
কেনারাম হালদার

আবহ-সংগীত গ্রহণ ও
শব্দপুণর্যোজনা :
শ্যামসুন্দর ঘোষ

। একমাত্র পরিবেশক ।

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

কাহিনী

গঙ্গার পাড়ে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থেকে সুবোধ প্রশ্ন করেছিলো—বাড়িতে আমাদের কথা কেউ বলে না? হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে বাসন্তী বলেছিলো—বলে না আবার!

বাস্তবিকই বলতো সকলে। ঠিক মুখোমুখী সব সময় না হ'লেও, নিজেদের মধ্যে। বাবা মা একান্তে মাঝে মাঝে আলাপ করতেন, আর করতো বৌদি স্নিগ্ধ ইঙ্গিতে। ওরা নিজেরাও ভেবেছিলো বাসন্তী চাকরী পেলে অসুবিধে চুকবে। দুজনের রোজগারে আর্থিক সমস্যা নিশ্চয়ই হবে হাল্কা, এবং অতঃপর তাদের বিয়ে করার বাধা ঘুচবে।

অথচ দাদাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। ধর্মঘটে চাকরী যাওয়ার পর থেকে সে শুধু হয়রানই হচ্ছে নতুন কাজের খোঁজে, সুবিধে করতে পারছে না।

বাসন্তীর কিন্তু চাকরী হ'লো। প্রাথমিক আপত্তি সত্ত্বেও কাজ যখন সে নিলোই তখন অবস্থার চাপে বাবা বাধা দিলেন না। শুধু দাদার প্রতি তাঁর তিক্ত মনোভাব বৃদ্ধি পেলো। সুবোধও যেন কেমন কর্কশ হয়ে ওঠে ক্রমে। সংসারের নিরন্তর দায়িত্বের চাপে তাদের প্রেমের সম্পর্ক সম্পূর্ণ না হ'তে পারায়

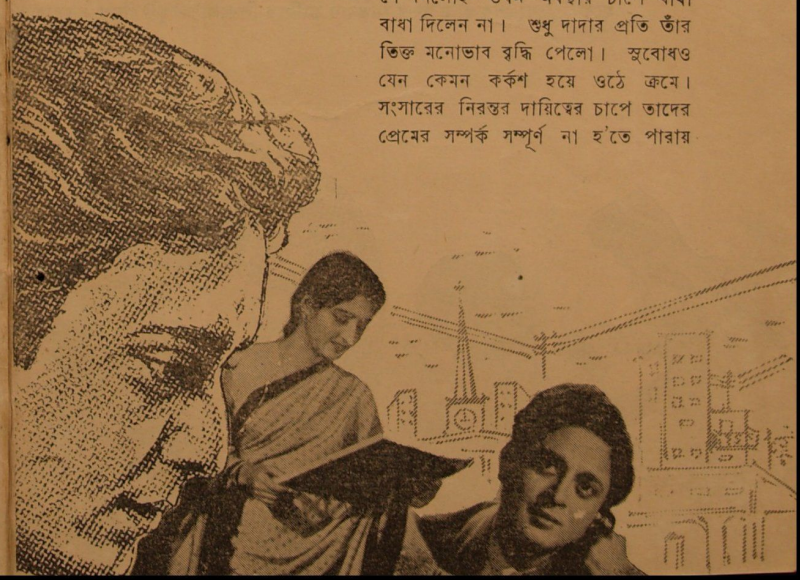

সে থেকে থেকে অসহিষ্ণু, এমন কি কঠিন হয়ে উঠতে থাকলো দাদার প্রতি, ওদের সংসারের প্রতিও।

সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয় সুবোধ বাসন্তীর ক্ষুব্ধ আলাপ। টুকটাক কথা শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড, অন্ধ আঘাত-প্রত্যাঘাতে দাঁড়ায়। বাসন্তী অসহায় অভিমানে বলে—আমি জানি আমাদের সংসারের প্রতি তোমার কোনো টান নেই. মমতা নেই, সহানুভূতি নেই। সুবোধও অসমর্থ রাগে বলেছিলো—না নেই..তোমার সংসার তোমার কথা ভাবে না. তোমাকে তোমার সংসার ব্যবহার করছে। বাসন্তী বলেছিলো—তুমিও কি চাওনি তাই করতে? তুমিও কি বলোনি যে আমাদের ভাবী সংসারের জন্যেই আমার চাকরি নেওয়া দরকার?

দু'চার কথায় ঘটনাটা পাকিয়ে উঠলো। এ ওকে আঘাত দিলো অন্ধ অভিমানে। অবুঝ, আহত সত্তা নিয়ে দু'জনে হয়ে গেলো বিচ্ছিন্ন। সুবোধ অকস্মাৎ, দেখা না করেই, চাকরী নিয়ে বাইরে চলে গেলো। বাসন্তী রইলো কলকাতায়—রিক্ত, অবসন্ন।

দাদা বৌদি আর পারে না। দাদা একটা গ্রামের স্কুলে কাজ নিয়ে কলকাতা ছাড়ে, সঙ্গে যায় বৌদি। আর বাসন্তীর জীবনে রইলো শুধু অফিসের প্রাত্যহিক কাজ এবং বাবা মার ভার। সেই একটানা প্রাত্যহিকতার মধ্যে শুধু দুটো সান্ত্বনা ছিলো বাসন্তীর; মিঃ মুখার্জির, অফিসের কর্তার, সভ্য সৌজন্য ও তাঁর মাতৃহীন বাচ্চা ছেলের অনাবিল দুষ্টুমী। মিঃ মুখার্জির নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনে বাসন্তী নিজেরই অগোচরে একটা সম্পূর্ণতার রেশ আনলো ধীরে ধীরে; তাই ছেলেকে হাজারীবাগের ট্রেনে তুলে দিয়ে ফেরার পথে গঙ্গার কিনারে ব'সে তিনি বাসন্তীর কাছে নিজের কথা বলতে গেলেন। বাসন্তী কিন্তু তাঁর কথা সমাপ্ত হওয়ার আগেই অস্বীকারের কান্নায় ভেঙে পড়লো।

অগত্যা, অবশেষে, সে-চাকরীও ছাড়তে হলো বাসন্তীকে। আর, তার সমগ্র চেতনা জুড়ে যার ভাবচ্ছবি, তাকেই কেবল মাত্র ঘটনাটা সে জানালো, লিখলো—"বাড়িতে বলিনি কিছু; বলেছি ছুটি নিয়েছি এক মাসের। দাদার ওখানে ঘুরে আসব...চাকরী একটা আমায় ওখান থেকেই যোগাড় করে নিতে হবে"...এবং শেষ ছত্রে সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে লিখলো—"ছুটি নিয়ে একবার অন্ততঃ এসো, আসবে তো?"

—বাসন্তী।

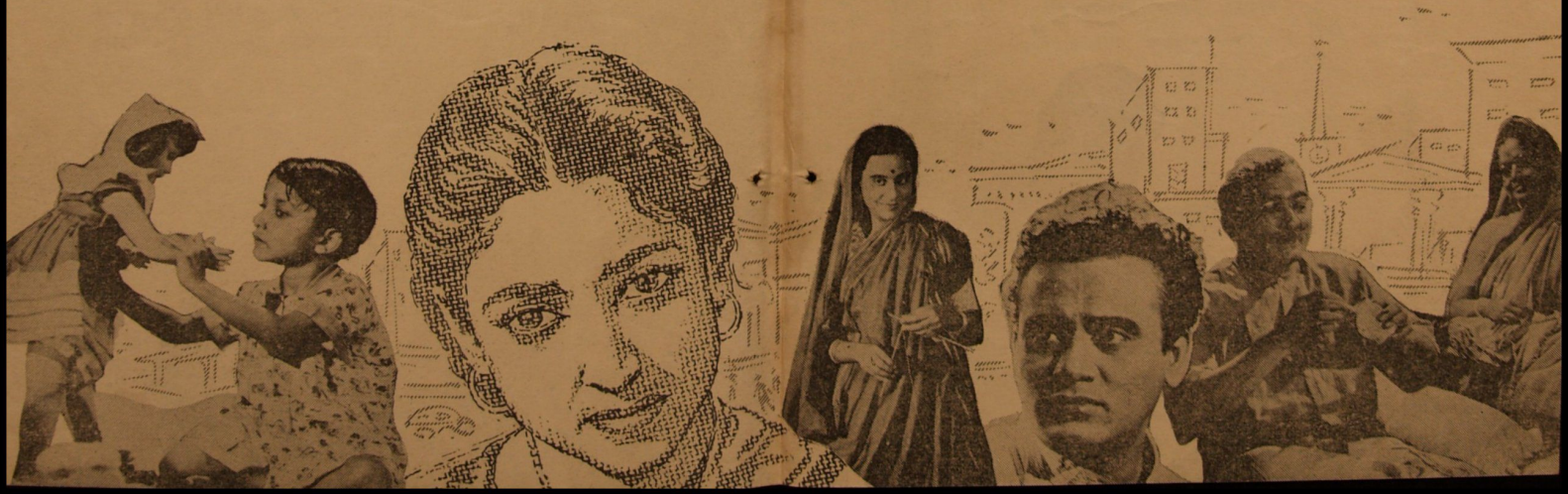

॥ সহকারিগণ ॥

পরিচালনা : ইন্দর সেন, আশীষ সেনগুপ্ত
চিত্রগ্রহণ : জয় মিত্র
সম্পাদনা : সত্যেন বসু
বাসুদেব বন্দোপাধ্যায়
সংগীত : কার্তিক বন্দোপাধ্যায়
আবহ-সংগীত ও
শব্দপূণর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : পাঁচু দাস
ব্যবস্থাপনা : সুনীল দত্ত
হিমু বণিক

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সুশীল লাহিড়ী, অমিত দেব, সুহাস সেন, সুশীল কাবরা, বেঙ্গল রেষ্টুরেণ্ট, কাফে-ডি-মনিকো, বসুশ্রী কফি হাউস, মিডিয়াম সার্ভিস, ইষ্টার্ণ রেলওয়েজ, জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ, এলিট সিনেমা, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ ও ক্ল্যারিয়ন এ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস্ প্রাঃ লিঃ।

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও ও নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত
এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

ভূমিকায় :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
কণিকা মজুমদার
কালী বন্দোপাধ্যায়
পাহাড়ী সান্যাল
এন, বিশ্বনাথন
শেফালী বন্দোপাধ্যায়
সতী দেবী
কুণাল বসু, দিলীপ মুখোপাধ্যায়
গীতালী রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়
উমানাথ ভট্টাচার্য, ননী মজুমদার
প্রবীর ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য
শিবরাম রাণা, রামবালক পাণ্ডে
জ্যোতির্ময় রায় চৌধুরী

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ-এর

দ্বিতীয় নিবেদন

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

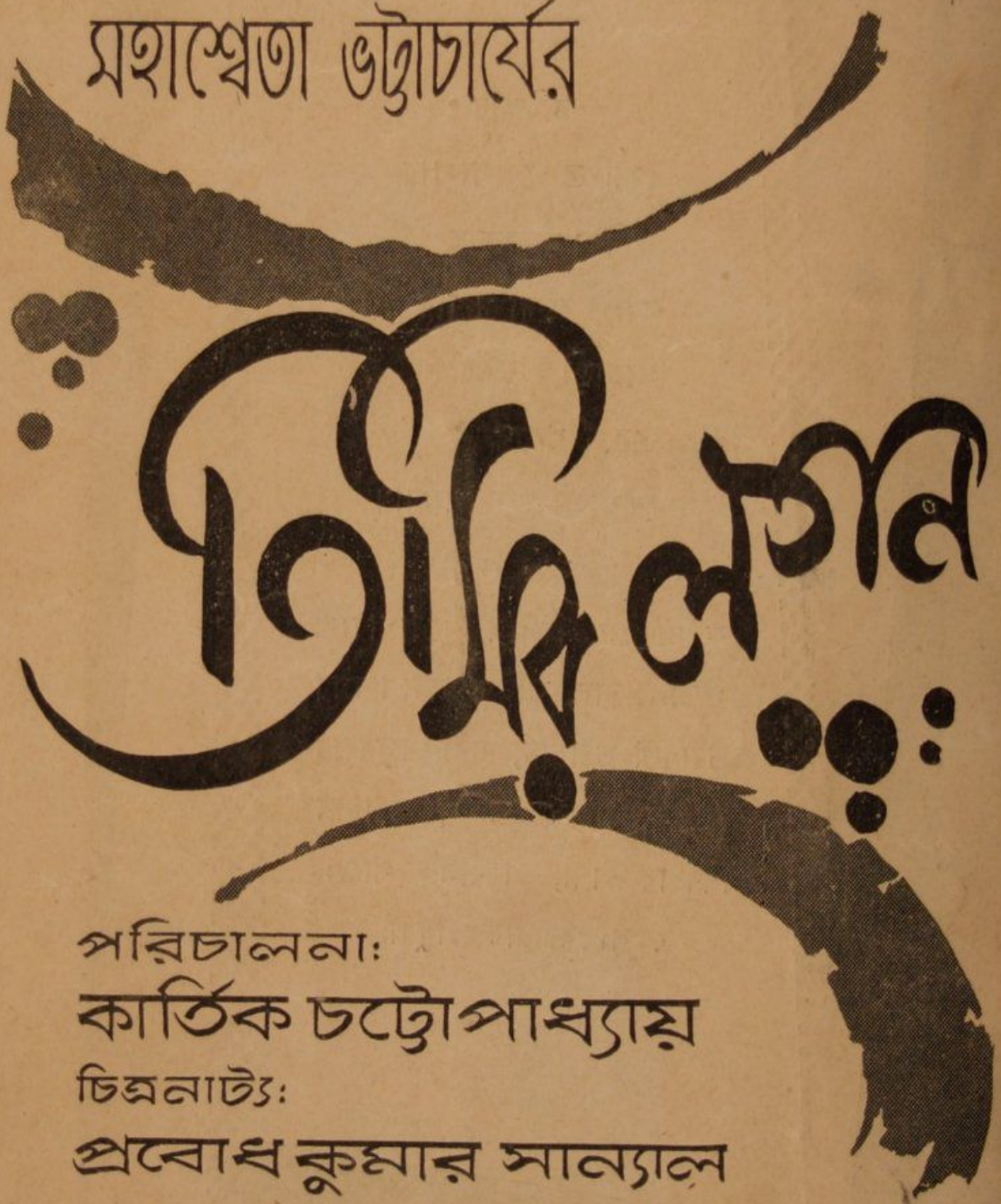

পরিচালনা:

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য:

প্রবোধ কুমার সান্যাল

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।